সমকাল

2 0 JAN 2026

সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপ হবে আত্মঘাতী

সমকাল প্রতিবেদক

বিজিএমইএ-বিকেএমইএর যৌথ সংবাদ সম্মেলন

- বন্ড সুবিধা বাতিলের সুপারিশে ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের উদ্বেগ
- একতরফা সুপারিশ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সুতা আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা বা বন্ড সুবিধা বাতিল হবে পোশাকশিল্পের জন্য আত্মঘাতী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এই সুপারিশ কার্যকর হলে প্রতিযোগিতার বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানি নতুন সংকটে পড়বে। ইতোমধ্যে বিদেশি কোনো কোনো ব্র্যান্ড-ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধা বাতিলের সুপারিশের খবরে পোশাকের দাম বাড়ার আশঙ্কায় উদ্বেগ জানিয়েছে। এ ছাড়া সুপারিশ কার্যকর হওয়ার আগেই দেশীয় কোনো কোনো বস্ত্রকল সুতা ও কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

গতকাল সোমবার এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এমন বক্তব্য তুলে ধরেছে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। শুল্ক আরোপের সুপারিশ কার্যকর না করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন সংগঠন দুটির নেতারা।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। তিনি বলেন, পোশাক রপ্তানিকারকরাই দেশের স্পিনিং মিলগুলোর উৎপাদিত সুতার একমাত্র ক্রেতা। অথচ সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপের মতো স্পর্শকাতর ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। ট্যারিফ কমিশনের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর মতামত পাশ কাটিয়ে একতরফাভাবে এই সুপারিশ করা হয়েছে, যা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সেফগার্ড চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সরকারের এই পদক্ষেপ প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। আর প্রত্যাহার করা না হলে শিল্পের স্বার্থে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতির মধ্যে মো. রেজোয়ান সেলিম, মিজানুর রহমান, শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী। পরিচালকদের মধ্যে মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ফয়সাল সামাদ, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সুমাইয়া ইসলাম, কাজী মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ সোহেল ও জনসংযোগ ও প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদ কবির।

প্রসঙ্গত, ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) চিঠি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর আগে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি-রপ্তানি উপাত্ত পর্যালোচনায় বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ভারত থেকে কটন সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে আরও বলা হয়, স্থানীয় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংরক্ষণের স্বার্থে ব্যবসায়ীদের দাবি এবং বিটিটিসির সুপারিশকে সমর্থন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, আমদানি করা সুতার চেয়ে ২০ সেন্ট বেশি হলেও তারা স্থানীয় সুতা ব্যবহার করতে চান। তবে ৩০ থেকে ৬০ সেন্ট বেশি হলে স্থানীয় সুতা ব্যবহার করা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সম্ভব নয়।

বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতেই দেশীয় কোনো কোনো বস্ত্রকল ইতোমধ্যে সুতার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর মতে, বিটিএমএর সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই। দেশীয় বস্ত্র এবং পোশাকশিল্পকে বাঁচাতে একটা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা উচিত। এ জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ে আলোচনায় বসতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কেএমইএর নির্বাহী সভাপতি বলেন, বন্ড সুবিধা বাতিলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিদেশি ব্র্যান্ড-ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো পোশাকের দাম বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে।

বিজিএমইএর পরিচালক ফয়সাল সামাদ বলেন, স্থানীয় সুতা ব্যবহারে উৎপাদিত পোশাক রপ্তানিতে নগদ সহায়তা এখন আর পাওয়া যায় না। ব্যাংকগুলো এ ধরনের অর্থ ছাড় করতে চায় না। ঈদ সামনে রেখে দ্রুত এই অর্থ ছাড় করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সুপারিশ প্রত্যাহার চেয়ে অর্থ উপদেষ্টাকে চিঠি

এদিকে পরিস্থিতি তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর পক্ষ থেকে। গত রোববার দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, স্থানীয় পশ্চাৎসংযোগ শিল্পের সুরক্ষায় সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা সমাধান নয় বরং সংকট বহুগুণ বাড়াবে। এতে প্রতিযোগী সক্ষমতা কমবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
2 0 JAN 2026

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর দাবি

ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল হলে ধ্বংস হবে দেশের পোশাক খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা বাতিলের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের করা সুপারিশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে পোশাক খাতের শীর্ষ দুটি সংগঠন। মূলত দেশের প্রধান রফতানিমুখী শিল্প পোশাক খাতকে উৎসাহিত করতেই বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ) যৌথভাবে এ দাবি জানিয়েছে। সংগঠন দুটি বলছে, ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে ধ্বংস হবে তৈরি পোশাক খাত।

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা। তারা বলেন, দেশের প্রধান রফতানিমুখী শিল্প পোশাক খাত। এখান থেকে ৮২ শতাংশ আয় হয়। এর মধ্যে এককভাবে নিট পোশাক খাতের অবদান প্রায় ৫৫ শতাংশ বা প্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলার। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, শিল্প প্রবৃদ্ধি ও লাখো মানুষের কর্মসংস্থান এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষাপটে স্পিনিং খাতকে বিশেষ সুবিধা দিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে এ পোশাক শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে। যেকোনো পণ্য

সংগঠন দুটি বলছে, ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে ধ্বংস হবে তৈরি পোশাক খাত

সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেফগার্ড চুক্তির লঙ্ঘন। যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে '৩০ কার্ডেড' এক কেজি সুতা ২ দশমিক ৫০ থেকে ২ দশমিক ৬০ ডলারে বিক্রি হয়, সেখানে বাংলাদেশে ৩ ডলারে সরবরাহ করতে চাচ্ছে। ফলে প্রতি কেজি সুতায় প্রায় ৪০ সেন্ট বা ৪৬ টাকা বেশি দাম হবে। ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধ হলে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় দেশীয় স্পিনিং মিল একচেটিয়া বাজার করতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। তিনি বলেন, 'বিশ্ববাজারের মন্দা ভাব, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকটের মতো ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ যখন আমাদের শিল্পকে কোণঠাসা করছে, ঠিক তখনই সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপের মতো এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আমরা পোশাক রফতানিকারকরাই বাংলাদেশের স্পিনিং মিলগুলোর উৎপাদিত সুতার একমাত্র ক্রেতা, তারপরও পোশাক শিল্পের স্বার্থকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্যারিফ কমিশন। এটি শুধুই অনভিপ্রেতই নয়, বরং নীতিগতভাবেও চরম প্রশ্নবিদ্ধ।'

তিনি আরো বলেন, 'একটি বিশেষ খাতের পদ্ধতিগত অদক্ষতাকে আড়াল করতে গিয়ে দেশের প্রধান রফতানি খাতকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলোয় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত পড়ে

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর দাবি

ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল হলে ধ্বংস হবে দেশের পোশাক খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা বাতিলের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের করা সুপারিশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে পোশাক খাতের শীর্ষ দুটি সংগঠন। মূলত দেশের প্রধান রফতানিমুখী শিল্প পোশাক খাতকে উৎসাহিত করতেই বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ) যৌথভাবে এ দাবি জানিয়েছে। সংগঠন দুটি বলছে, ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে ধ্বংস হবে তৈরি পোশাক খাত।

> সংগঠন দুটি বলছে, ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে ধ্বংস হবে তৈরি পোশাক খাত

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা। তারা বলেন, দেশের প্রধান রফতানিমুখী শিল্প পোশাক খাত। এখান থেকে ৮২ শতাংশ আয় হয়। এর মধ্যে এককভাবে নিট পোশাক খাতের অবদান প্রায় ৫৫ শতাংশ বা প্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলার। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, শিল্প প্রবৃদ্ধি ও লাখো মানুষের কর্মসংস্থান এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষাপটে স্পিনিং খাতকে বিশেষ সুবিধা দিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে এ পোশাক শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে। যেকোনো পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপ করতে হলে নীতিমালা মানতে হয়। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী, শুল্কারোপের আগে স্থানীয় শিল্পে ক্ষতির প্রমাণ দিতে হয়, যা এ ক্ষেত্রে মানা হয়নি এবং এটি সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেফগার্ড চুক্তির লঙ্ঘন। যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে '৩০ কার্ডেড' এক কেজি সুতা ২ দশমিক ৫০ থেকে ২ দশমিক ৬০ ডলারে বিক্রি হয়, সেখানে বাংলাদেশে ৩ ডলারে সরবরাহ করতে চাচ্ছে। ফলে প্রতি কেজি সুতায় প্রায় ৪০ সেন্ট বা ৪৬ টাকা বেশি দাম হবে। ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধ হলে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় দেশীয় স্পিনিং মিল একচেটিয়া বাজার করতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। তিনি বলেন, 'বিশ্ববাজারের মন্দা ভাব, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকটের মতো ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ যখন আমাদের শিল্পকে কোণঠাসা করছে, ঠিক তখনই সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপের মতো এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আমরা পোশাক রফতানিকারকরাই বাংলাদেশের স্পিনিং মিলগুলোর উৎপাদিত সুতার একমাত্র ক্রেতা, তারপরও পোশাক শিল্পের স্বার্থকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্যারিফ কমিশন। এটি শুধুই অনভিপ্রেতই নয়, বরং নীতিগতভাবেও চরম প্রশ্নবিদ্ধ।'

তিনি আরো বলেন, 'একটি বিশেষ খাতের পদ্ধতিগত অদক্ষতাকে আড়াল করতে গিয়ে দেশের প্রধান রফতানি খাতকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলোয় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত পড়ে থাকার যে খতিয়ান দেয়া হচ্ছে সেটি সত্য কিনা, তার উত্তরটা বাজার অর্থনীতির সাধারণ নিয়মেই নিহিত। এখন যদি আমদানিতে বন্ড সুবিধা

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

20 JAN 2026

বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রতি কেজি সুতার দাম বাড়বে ৪০ সেন্ট বা ৪৬ টাকারও বেশি। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে মাত্র এক বা আধা সেন্টের হেরফেরে অর্ডার হাতছাড়া করি, সেখানে কাঁচামালের পেছনে কেজিতে অতিরিক্ত ৪০ সেন্ট ব্যয় করা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। এককথায় জেনেশুনে আত্মহননের পথে পা বাড়ানো। এখন দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো বলছে নিট গার্মেন্টিসের কাঁচামাল হিসেবে সুতার একটি বড় অংশ জোগান দিতে প্রস্তুত, বাস্তবতা হলো তাদের উৎপাদনক্ষমতার মাত্র ৬০ শতাংশ ব্যবহার করছে এবং বিভিন্ন কারণে লোকসান দিচ্ছে। এখন সে শিল্পকে বাঁচাতে কি নতুন করে অন্য শিল্পগুলোকে মেরে ফেলবেন? আমরা শুধু দেশীয় শিল্পে কেন বসে থাকব, আন্তর্জাতিক বাজারেও আমাদের শিল্পকে ছড়িয়ে দিতে হবে।'

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আপনারা একটি ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে গিয়ে যদি অন্য দুই-তিনটি ইন্ডাস্ট্রিকে বন্ধ করে দেন, তাহলে সেটি কোনোভাবেই টেকসই বা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বিবেচনা করা দরকার—আপনি যদি সুতা আমদানি বন্ধ করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনগুলোয় ফ্যাব্রিক আমদানি শুরু হয়ে যাবে। কারণ আমরা চীন থেকে তুলনামূলক কম দামে ফ্যাব্রিক আমদানি করতে পারি। সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হাজার হাজার স্পিনিং, উইভিং ও ডায়িং মেশিনসহ সংশ্লিষ্ট পুরো ভ্যালু চেইনটাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। অর্থাৎ স্পিনিং মিলকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি পুরো টেক্সটাইল ভ্যালু চেইন ধ্বংস করার পথ তৈরি করছেন। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'এক বছর ধরে আমরা বলে আসছি, গার্মেন্টিস শিল্প আইসিইউতে আছে। এ পরিস্থিতিতে যদি স্পিনিং শিল্পকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যকে মেরে ফেলেন, তাহলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে এটিও ধ্বংস হবে।' এ সময় দেশের ব্যাংকগুলো বিভিন্ন কায়দায় টাকা লুটপাট করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দেশীয় উৎপাদনকারীরা স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত সুতা সরবরাহ করতে পারলে ২০ সেন্টের বেশি দিয়েও পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা তা ব্যবহার করবেন বলেও জানান বিকেএমইএ সভাপতি।

এ সময় বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান ও মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ফয়সাল সামাদ, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সুমাইয়া ইসলাম ও কাজী মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বিটিএমএ সভাপতির দাবি: বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত কিছু তথ্যকে সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, বিটিএমএ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সঙ্গে আলোচনা করেই ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। ওই প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেবল ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা (এইচএস কোড ৫২০৫, ৫২০৬ ও ৫২০৭) বন্ড সুবিধার বাইরে রাখার সুপারিশ করেছে। এতে নতুন করে কোনো শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয়া হয়নি এবং বর্তমানে সেফগার্ড ডিউটি আরোপেরও কোনো সিদ্ধান্ত নেই।

শওকত আজিজ বলেন, 'বন্ড সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত সুতা আমদানির মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। বরং এ সুবিধার মূল উপকারভোগী হচ্ছে বিদেশী ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যদিকে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেও পার্শ্ববর্তী দেশের সরকারের দেয়া প্রতি কেজিতে প্রায় ৫০ সেন্ট ভর্তুকির কারণে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে এবং টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে।

তিনি আরো বলেন, 'এসব বাস্তবতা বিবেচনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) এমন কিছু সুতাকে বন্ড সুবিধার আওতামুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে, যেগুলোর শতভাগ সরবরাহ সক্ষমতা দেশীয় মিলগুলোর রয়েছে। এ প্রস্তাব দেয়ার আগে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও কর্মকর্তারা তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একাধিকবার আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন।'

বিটিএমএ সভাপতি জানান, এর আগেও অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বিটিএমএ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা একমত হয়েছিলেন যে যেসব সুতা শতভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব, সেগুলো বন্ড সুবিধার বাইরে আনা যেতে পারে। অথচ সেই সমঝোতাকে উপেক্ষা করে এখন বিষয়টিকে একতরফা সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা কাম্য নয়।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধার আওতায় নির্দিষ্ট কিছু সুতার শুল্কমুক্ত আমদানি বন্ধের সুপারিশ করে এনবিআরকে চিঠি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। চিঠিতে ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড সুবিধা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়। এ সিদ্ধান্তকে স্থানীয় স্পিনিং মিলগুলো স্বাগত জানালেও তা প্রত্যাহারের দাবি পোশাক শিল্প ব্যবসায়ীদের। এ নিয়ে ১৮ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা, বাণিজ্য উপদেষ্টা ও এনবিআরের চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
....
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
20 JAN 2026

সুতা আমদানিতে শুল্কারোপ চান না পোশাকমালিকেরা

দুই সংগঠনের সংবাদ সম্মেলন

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা বলেন, বন্ড-সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে ভারতের পাশাপাশি অন্য দেশ থেকেও আমদানি করা সম্ভব হবে না।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভারত থেকে সুতা আমদানি কমাতে বন্ড-সুবিধা বাতিলের সুপারিশ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এই সুপারিশ প্রত্যাহার চেয়েছেন তৈরি পোশাকশিল্পমালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা। তাঁরা বলেন, সুতা আমদানিতে এক তরফাভাবে বন্ড-সুবিধা বাতিল হলে তৈরি পোশাকশিল্প চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বেশি দামে সুতা কিনতে হলে বিদেশি ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দেবেন।

সংগঠন দুটির শীর্ষ নেতারা বলেন, দেশি স্পিনিং মিলকে সুরক্ষা দিতে হলে আমদানিতে শুল্ক না বসিয়ে তাদের সরাসরি নগদ সহায়তা বা বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, জ্বালানির মূল্য যৌক্তিককরণ, রপ্তানিমুখী সুতা উৎপাদনকারীদের করপোরেট করে রেয়াত ও স্বল্প সুদে ঋণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্পিনিং মিলগুলোর উৎপাদন খরচ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া যায়।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল সোমবার যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এমন বক্তব্য তুলে ধরেন বিজিএমইএর ও বিকেএমইএর নেতারা। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজেএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক এম এ রহিম, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, ফয়সাল সামাদ প্রমুখ।

ভারতীয় সুতার সঙ্গে দেশি সুতার কল প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না, এমন অভিযোগে সুতা আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনে চিঠি দেয় বস্ত্রকলমালিকদের সংগঠন বিটিএমএ। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের কটন সুতার বন্ড-সুবিধা প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এনবিআরকে সুপারিশ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ভারতের পাশাপাশি তুরস্ক, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সুতা আমদানি হয়। বন্ড-সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে ভারতের পাশাপাশি অন্য দেশ থেকেও আমদানি করা সম্ভব হবে না। কারণ, ৩২ থেকে ৩৯ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। সেই শুল্ক ফেরত পাওয়া যাবে কি না, সেটি নিশ্চিত নয়।

সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করে সেলিম রহমান বলেন, 'ট্যারিফ কমিশনের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলার মধ্যেই আমাদের মতামতকে পাশ কাটিয়ে এক তরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এভাবে একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নীতিগতভাবেও চরম প্রশ্নবিদ্ধ।'

সেলিম রহমান আরও বলেন, 'বৈশ্বিক বাজারে "৩০ কার্ডেড" ১ কেজি সুতার দাম ২ ডলার ৫০ সেন্ট থেকে ২ ডলার ৬০ সেন্টে বিক্রি হচ্ছে। সেখানে দেশে দেশি মিলগুলো একই সুতা সরবরাহ করতে চাচ্ছে ৩ ডলারে। তার মানে, কেজিতে ব্যবধান ৪০ সেন্ট বা ৪৬ টাকা। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যেখানে এক সেন্ট বা আধা সেন্টের হেরফেরে আমরা ক্রয়াদেশ হাতছাড়া করি, সেখানে কাঁচামালের পেছনে ৪০ সেন্ট খরচ করা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়।'

বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, ভারত থেকে সুতা আমদানি বেড়ে যাওয়ার কারণ দেখিয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। ভারত যদি সুতা ডাম্পিং করে তাহলে অ্যান্টি ডাম্পিং বসান। সেটি না করে মনোপলি করার সুযোগ দিচ্ছেন।

তৈরি পোশাকশিল্পমালিকেরা বিভিন্ন সংকটে পড়ে আইসিইউতে আছে দাবি করে ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'গড় দেড় বছরে ২০০ থেকে ২৫০ তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। আমরাও আইসিইউতে আছি। বস্ত্রকলমালিকদের সহায়তা দিতে গিয়ে মূল শিল্পকে মেরে ফেলা যাবে না।'

বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'নগদ সহায়তা ৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে দেড় শতাংশ করা হয়েছে। সে কারণে ভারত থেকে আমদানি বেড়েছে। ভারতীয় সুতার দাম সব সময়ই দেশি মিলের চেয়ে ২০ থেকে ২৫ সেন্ট বেশি ছিল। আমরা যে নগদ সহায়তা পেতাম, সেটি দিয়ে কাভার দিতাম। এখন প্রণোদনা বন্ধ হওয়ার পর সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ যৌথভাবে গত রোববার অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা এবং এনবিআর চেয়ারম্যানকে পৃথক চিঠি দিয়ে ১০ থেকে ৩০ সুতা আমদানিতে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ না করার জন্য অনুরোধ করেছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express
20 JAN 2026

Transformation of RMG industry

A quiet technological revolution is taking place in the country's garment industry. The industry's journey from its tentative beginning in the late 1970s to the current number one position in terms of leadership in energy and environment design (LEED)-certified factories is long and arduous. Its transformation from the humble beginning into the world's second-largest exporter after China has witnessed ups and downs. Fire tragedies at Tajreen Fashion and several other garment factories were capped by the Rana Plaza collapse. But the ready-made garment industry seems to have come off spectacularly from those nightmarish days. Now the country has reasons to be proud of its 268 LEED-certified or green RMG buildings, highest number in the world, that adhere to stringent energy efficiency and high environmental standards as set by the US Green Building Council (USGBC). The country ought to be grateful to the two major workplace safety initiatives apparel buyers undertook in the form of the Europe-led Accord and US-led Alliance following the Rana Plaza tragedy.

While the safety issues have been addressed, the garment industry now faces fresh challenges from emerging technological leap to add a new dimension to the existing ones. The four-day exhibition of garment accessories and advanced technologies called Garment Technology Bangladesh (GTB) arranged by the Bangladesh Garments Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA) has given an indication of the fast-changing trends of the RMG industry. It is good to know that RMG factories here are investing heavily in automation through introduction of cutting-edge technology. This has become a compulsion for apparel factories to stay in competition in the changing landscape of manufacturing and quality control. Introduction of energy-efficient, automation-driven technologies is redefining not only the production system but also the economies of scale. The factories are opting for such technologies to improve energy efficiency, cut carbon emissions and boost productivity. With manual inspection, inventory and logistics becoming dispensable, however, more and more workers and employees will become unemployed.

The 4th industrial revolution (4IR) will bring about many more changes in the production system not only in the garment sector but also in other manufacturing sectors

Much as the growing unemployment may be undesirable, there is no way technological march ahead can be resisted. In a global village, human capital is bound to prove irrelevant unless this vital element in the production system is upskilled. With the country's graduation from the status of a least developed country to a middle-income one this year, a technological leap for the number one foreign exchange earner becomes incumbent. There is hardly any option other than introduction of chip-based apps of the latest version. Robotics is already there to take from manual function and completing tasks precisely and at a much faster pace. Bangladesh cannot lag behind its rivals in adoption of advanced technology not only in the garment sector but also in other manufacturing and exporting areas. Quite a number of LEED factories have already introduced advanced automatic fabric-cutting machines with built-in repeat cutting facilities. Robotics and Artificial Intelligence (AI) have started their presence in the textile industry which serves now as a backward linkage sector to the RMG. Clearly, such radical transformation is way ahead from retrofitting initiatives. But the retrofitting is the backbone of the subsequent transitions. The 4th industrial revolution (4IR) will bring about many more changes in the production system not only in the garment sector but also in other manufacturing sectors. In the interest of diversifying the production and export base, the latest technologies can be highly useful tools.

The Financial Express

2 0 JAN 2026

Afghanistan keen to strengthen bilateral trade with BD

FE REPORT

Afghanistan has shown interest in strengthening bilateral trade with Bangladesh, including importing readymade garments (RMG) and exporting cotton, dry fruits and various agricultural products.

The attention was expressed at a meeting between Commerce Secretary Mahbubur Rahman and Afghan Deputy Minister for Industry and Commerce Mawlavi Ahmedullah Zahid at the Secretariat in Dhaka on Monday, officials said.

Senior Afghan business leaders were also present at the meeting, where both sides discussed ways to expand trade and commercial cooperation.

They said an Afghan delegation currently visiting Bangladesh discussed trade expansion during the meeting.

The Afghan side highlighted its interest in importing Bangladeshi RMG, while proposing exports of traditional products such as dry fruits, peanuts and cotton. Afghan business representatives are also expected to hold discussions with Bangladeshi traders on import-export opportunities.

Sources at the Ministry of Commerce said that although Bangladesh does not have formal diplomatic relations with Afghanistan, the delegation came to participate in the Dhaka International Trade Fair.

During the visit, the team is holding meetings at both government and private sector levels to explore bilateral trade prospects.

The 50-member high-level delegation aims to enhance regional economic cooperation, ease import-export procedures and explore joint investment opportunities, the sources added.

rezamumu@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

RMG exporters decry withdrawal of bonded warehouse facility

FE REPORT

Leaders of the country's two main apparel trade bodies have blamed the Ministry of Commerce (MoC) for making a unilateral move to withdraw bonded-warehouse facilities on yarn imports.

They warned that such a decision could push Bangladesh's ready-made garment (RMG) industry into a serious crisis.

The proposed restriction, aimed at curbing imports and protecting local spinners, ignores the concerns of exporters at a time of slowing global demand and rising cost pressures, they argued.

The allegations were made on Monday at a joint press conference organised by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), underscoring a deepening rift between upstream spinners and downstream garment manufacturers over trade policy.

Speaking at the press conference in Dhaka, BGMEA Acting President Selim Rahman said that although garment exporters are the sole buyers of domestically produced yarn, their interests were ignored while taking such a sensitive and far-reaching decision.

"During discussions with the Tariff Commission, our views were sidelined, and the decision was taken unilaterally," he claimed.

Mr Rahman further argued that the move violates Articles 3 and 4 of the World Trade Organization's Safeguards Agreement, which require any protective measure to be preceded by a transparent and impartial investigation demonstrating serious injury to local industry.

"No such investigation was conducted in this case," he said, describing the proposal as questionable from a policy standpoint.

While acknowledging the government's stated objective of protecting local spinning mills, Rahman said the sector needs productivity upgrades and capacity enhancement rather than what he termed "artificial tariff protection".

He suggested alternative measures such as direct incentives, uninterrupted energy supply, improved efficiency support and targeted policy assistance.

Export performance, he warned, is already under pressure. Garment exports declined by 2.63 per cent during July-December of FY26 compared to the same period a year earlier, while exports fell sharply by 14.23 per cent in December alone.

"If exporters are forced to buy higher-priced yarn, buyers will cut orders. This will also hurt deemed exporters," he added.

From the press conference, BGMEA and BKMEA jointly called for the withdrawal of the proposed curbs and outlined alternative support options for the textile sector.

These included direct cash assistance, special incentives, reliable gas and electricity supply, rationalised energy prices, corporate tax rebates for export-oriented spinners and easier access to low-interest financing to reduce production costs.

Industry leaders noted that since the 1980s Bangladesh has allowed duty-free bonded imports of yarn to support export-oriented garment production and maintain global competitiveness. Local mill owners, however, have long criticised the facility, arguing that neighbouring countries export yarn to Bangladesh at artificially low prices, threatening the survival of domestic spinners.

The Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC) has broadly supported this view, prompting the Commerce Ministry to recommend withdrawing the bonded facility for certain cotton yarn imports, particularly from India.

BKMEA President Mohammad Hatem questioned why the authorities failed to examine the underlying reasons for rising yarn imports, pointing to reductions in cash incentives for local spinners as a key factor.

"If yarn imports are restricted, fabric imports from China -- still cheaper than locally produced fabric -- will increase," Mr Hatem warned.

He also alleged that India provides various forms of support to its exporters that effectively bypass WTO rules, while Bangladesh has been scaling back incentives for its own industries.

Mr Hatem highlighted uncertainty over duty refunds, noting that upfront payments require significant capital and that duty drawback processes often take up to two years, creating high financing and administrative costs.

Citing ASYCUDA World data of the quality required by international buyers.

"Buyers will not pay higher prices simply because exporters are Bangladeshi. Higher costs will push orders to other countries," he said.

Concerns were also raised about implementation.

BGMEA Director Abdus Salam asked how a facility used by the apparel sector for nearly four decades could face restriction within just 40 days.

Mr Hatem highlighted uncertainty over duty refunds, noting that upfront payments require significant capital and that duty drawback processes often take up to two years, creating high financing and administrative costs.

Citing ASYCUDA World data production costs, while import duty rates range from 33.63 per cent to 39.75 per cent.

"Export-oriented industries worldwide enjoy duty-free access to raw materials," Ehsan said. "If Bangladesh restricts this facility, buyers will simply move orders elsewhere."

Responding to the criticism, Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell said in a statement that some RMG entrepreneurs had presented inaccurate information about the spinning sector.

He said the Tariff Commission submitted its report to the Commerce Ministry only after holding discussions with BTMA, BGMEA and BKMEA, following a formal application from BTMA.

Mr Russell clarified that the recommendation was limited to excluding yarn of counts 10 to 30 (HS codes 5206, 5207 and 5208) from bonded facilities, and that there is no proposal to impose new import or safeguard duties.

He argued that duty-free yarn imports mainly benefit foreign buyers rather than domestic manufacturers, while local spinners -- despite billions of dollars in investment -- are struggling due to subsidies of around 50 cents per kilogram in neighbouring countries.

He added that domestic mills have full capacity to supply the yarns proposed for exclusion and said earlier discussions had seen broad agreement that locally producible yarn could be kept outside bonded facilities.

"These agreed positions are now being ignored, and the issue is being portrayed as unilateral, which is undesirable," he said.

With Bangladesh set to graduate from least developed country status, Russell noted that exporters will need to meet minimum local value addition thresholds of 40 per cent or more.

He expressed hope that the government would act swiftly to balance the interests of spinners and exporters and safeguard the wider economy.

newsmanjasi@gmail.com

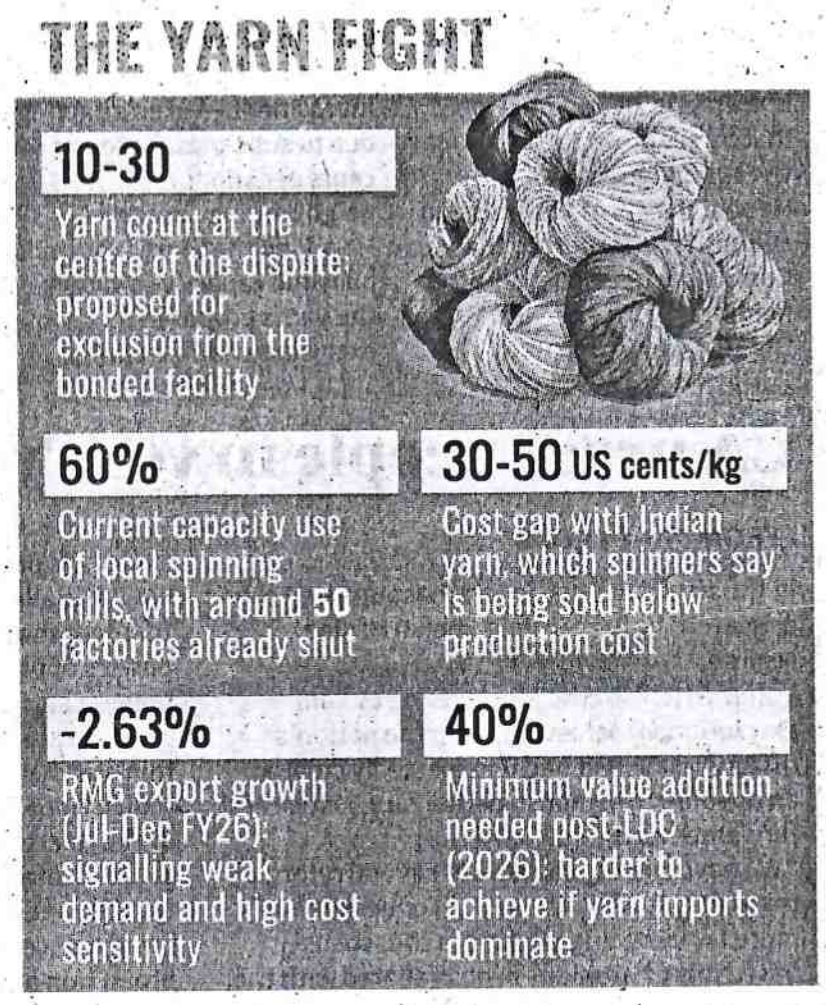

The Financial Express

20 JAN 2026

The Financial Express

20 JAN 2026

They warned that such a decision could push Bangladesh's ready-made garment (RMG) industry into a serious crisis.

The proposed restriction, aimed at curbing imports and protecting local spinners, ignores the concerns of exporters at a time of slowing global demand and rising cost pressures, they argued.

The allegations were made on Monday at a joint press conference organised by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), underscoring a deepening rift between upstream spinners and downstream garment manufacturers over trade policy.

Speaking at the press conference in Dhaka, BGMEA Acting President Selim Rahman said that although garment exporters are the sole buyers of domestically produced yarn, their interests were ignored while taking such a sensitive and far-reaching decision.

"During discussions with the Tariff Commission, our views were sidelined, and the decision was taken unilaterally," he claimed.

Mr Rahman further argued that the move violates Articles 3 and 4 of the World Trade Organization's Safeguards Agreement, which require any protective measure to be preceded by a transparent and impartial investigation demonstrating serious injury to local industry.

"No such investigation was conducted in this case," he said, describing the proposal as questionable from a policy standpoint.

While acknowledging the government's stated objective of protecting local spinning mills, Rahman said the sector needs productivity upgrades and capacity enhancement rather than what he termed "artificial tariff protection".

He suggested alternative measures such as direct incentives, uninterrupted energy supply, improved efficiency support and targeted policy assistance.

Export performance, he warned, is already under pressure. Garment exports declined by 2.63 per cent during July-December of FY26 compared to the same

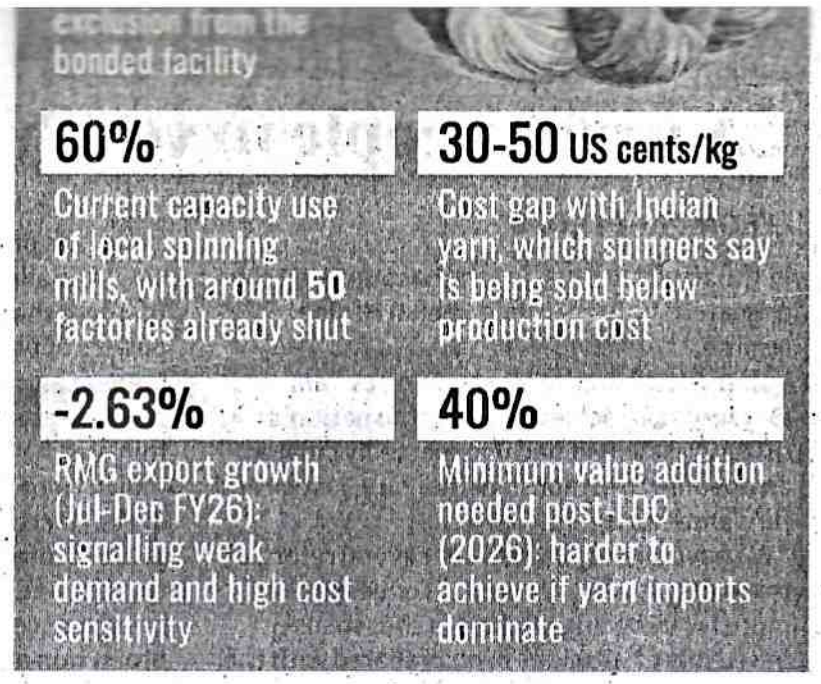

BGMEA and BKMEA jointly called for the withdrawal of the proposed curbs and outlined alternative support options for the textile sector.

These included direct cash assistance, special incentives, reliable gas and electricity supply, rationalised energy prices, corporate tax rebates for export-oriented spinners and easier access to low-interest financing to reduce production costs.

Industry leaders noted that since the 1980s Bangladesh has allowed duty-free bonded imports of yarn to support export-oriented garment production and maintain global competitiveness. Local mill owners, however, have long criticised the facility, arguing that neighbouring countries export yarn to Bangladesh at artificially low prices, threatening the survival of domestic spinners.

The Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC) has broadly supported this view, prompting the Commerce Ministry to recommend withdrawing the bonded facility for certain cotton yarn imports, particularly from India.

BKMEA President Mohammad Hatem questioned why the authorities failed to examine the underlying reasons for rising yarn imports, pointing to reductions in cash incentives for local spinners as a key factor.

"If yarn imports are restricted, fabric imports from China -- still cheaper than locally produced fabric -- will increase," Mr Hatem warned.

He also alleged that India provides various forms of support to its exporters that effectively bypass WTO rules, while Bangladesh has been scaling back incentives for its own industries.

BGMEA Director Faisal Samad said local spinners are entitled to cash incentives as deemed exporters, but payments worth billions of taka remain stuck, adding to financial stress in the sector.

BKMEA Executive President Fazlee Shamim Ehsan questioned whether local mills consistently supply yarn of the quality required by international buyers.

"Buyers will not pay higher prices simply because exporters are Bangladeshi. Higher costs will push orders to other countries," he said.

Concerns were also raised about implementation.

BGMEA Director Abdus Salam asked how a facility used by the apparel sector for nearly four decades could face restriction within just 40 days.

Mr Hatem highlighted uncertainty over duty refunds, noting that upfront payments require significant capital and that duty drawback processes often take up to two years, creating high financing and administrative costs.

Citing ASYCUDA World data, Ehsan said yarn imports under the bonded facility fell by 8.11 per cent year-on-year to 345,577.82 tonnes during July-December of FY26.

Imports from India also declined by 7.33 per cent to 333,854.49 tonnes over the same period, suggesting subdued demand and ongoing efforts to curb imports.

However, he noted that Indian yarn remains competitive due to lower production costs, while import duty rates range from 33.63 per cent to 39.75 per cent.

"Export-oriented industries worldwide enjoy duty-free access to raw materials," Ehsan said. "If Bangladesh restricts this facility, buyers will simply move orders elsewhere."

Responding to the criticism, Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell said in a statement that some RMG entrepreneurs had presented inaccurate information about the spinning sector.

He said the Tariff Commission submitted its report to the Commerce Ministry only after holding discussions with BTMA, BGMEA and BKMEA, following a formal application from BTMA.

Mr Russell clarified that the recommendation was limited to excluding yarn of counts 10 to 30 (HS codes 5206, 5207 and 5208) from bonded facilities, and that there is no proposal to impose new import or safeguard duties.

He argued that duty-free yarn imports mainly benefit foreign buyers rather than domestic manufacturers, while local spinners -- despite billions of dollars in investment -- are struggling due to subsidies of around 50 cents per kilogram in neighbouring countries.

He added that domestic mills have full capacity to supply the yarns proposed for exclusion and said earlier discussions had seen broad agreement that locally producible yarn could be kept outside bonded facilities.

"These agreed positions are now being ignored, and the issue is being portrayed as unilateral, which is undesirable," he said.

With Bangladesh set to graduate from least developed country status, Russell noted that exporters will need to meet minimum local value addition thresholds of 40 per cent or more.

He expressed hope that the government would act swiftly to balance the interests of spinners and exporters and safeguard the wider economy.

newsmanjasi@gmail.com

The Daily Star

20 JAN 2026

RMG exporters oppose move to curb yarn imports

STAR BUSINESS REPORT

Local apparel exporters have opposed the commerce ministry's recommendation to remove duty benefits on certain yarn imports under the bonded warehouse facility.

They argue that such restrictions would force them to spend more on locally produced yarn, which eventually will reduce the global competitiveness of the country's ready-made garments at a time when export growth is slowing.

The commerce ministry recently recommended the National Board of Revenue (NBR) to scrap duty benefits on imported yarn of 10 to 30-count, a medium-to-coarse range widely used in knitwear production.

The move is meant for protecting local spinners, who claim they were sitting on Tk 12,000 crore of unsold stock as of December last year amid a surge of Indian yarn.

At a joint press conference at Pan Pacific Sonargaon Dhaka yesterday, leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) said local spinners should expand capacity and modernise production rather than depending on an "artificial duty shield".

BGMEA Director Faisal Samad said they are relying more on Indian yarns because of their competitive prices. "In this case, shorter lead-time is not a major factor," he said.

Leaders at the press conference criticised the commerce ministry for not consulting with them before making the decision. They said that officials of the Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC), which operates under the commerce ministry, held meetings with them.

BKMEA President Mohammad Hatem said that no decision on duty withdrawal was made during discussions with BTTC officials.

The garment-makers said they would be willing to purchase local yarn even if it cost 20 cents more per kilogramme. Currently, the price differences range from 30 to 40 cents per kilogramme.

Acting BGMEA President Selim Rahman said the price of widely used 30 count yarn ranges from $2.50 to $2.60 per kilogram internationally, compared with $3 per kilogram for locally produced yarn.

WHY DO APPAREL EXPORTERS OPPOSE BOND FACILITY REMOVAL?

- Costs for local yarn will rise
- Export competitiveness will erode

YARN COST GAP

- Imported yarn: $2.50-$2.60 per kg
- Local yarn: around $3.00 per kg
- Price gap: 30-40 cents per kg
- Absorbable gap: up to 20 cents per kg

EXPORT PERFORMANCE

- Garments exports down 2.63% in Jul-Dec period last year
- Monthly exports down 14.23% in Dec in 2025

EXPORTERS PROPOSE

- 5% cash incentive for local yarn use
- Reliable gas, power for spinners
- Corporate tax relief for spinners
- Low-interest loans for spinning mills

The Daily Star
20 JAN 2026

In fiscal year 2022-23, imported yarn from India cost Tk 428.37 per kilogramme, yet the same quantity sold locally at Tk 389.18 per kilogramme. Rahman said spinning mills are running below capacity due to gas shortages, which limit their ability to meet demand.

He warned that withdrawing the bond facility would harm garment shipments. Apparel exports fell by 2.63 percent in July-December this fiscal year, with a 14.23 percent decline in December alone.

Rahman urged local millers to modernise production to diversify yarn types and meet buyer demand.

On Sunday, apparel exporters sent a letter to the finance ministry elaborating on their concerns and mentioning almost the same demands they made yesterday.

At the press conference, garment manufacturers also proposed a number of alternatives to support the domestic spinning sector.

They suggested a 5 percent cash incentive for using local yarn to protect the $25 billion invested in the primary textile sector from being undercut by cheaper Indian imports.

The exporters also urged the government to ensure adequate gas and power supply to industrial units, as most spinning mills are running at just 60 percent capacity due to utility shortages.

They called for corporate tax rebates for export-oriented yarn producers and low-interest loans to reduce production costs and improve competitiveness.

BKMEA Executive President Fazlee Shamim Ehsan called for urgent talks with the government to reach a workable solution.

Previously, on December 29, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) asked the BTTC to either suspend the bonded warehouse benefit or impose a 20 percent tariff on widely used imported yarn.

A commerce ministry letter to the NBR said that Bangladesh will need a two-stage transformation of garment items for entering key markets such as Europe, Australia, the UK, the USA, and Japan after graduating from least-developed country status in November.

To maintain GSP Plus privileges in the post-LDC era, local value addition will need to reach 40 percent.

The Business Standard

20 JAN 2026

How escalating US-EU trade war sparks fears for Bangladesh RMG exports

RMG – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

The growing threat of a renewed trade war between the United States and the European Union is stoking fears among Bangladeshi garment exporters that retaliatory tariffs could trigger global supply chain volatility and suppress consumer demand in their most vital markets.

Industry insiders say any escalation of tariff measures between the two economic blocs could trigger fresh inflation in the US and Europe, reducing consumer spending and, in turn, demand for Bangladeshi apparel. Such a scenario could further strain exports.

Data show that Bangladesh's overall exports, including readymade garments, have been declining for five consecutive months, while prices in the European market have also softened during the period.

Representatives of foreign buyers sourcing from Bangladesh, however, believe the immediate impact of any new tariff measures would be limited, although prolonged trade tensions could create uncertainty over the longer term.

According to a report by The Guardian, the EU's top diplomats met for crisis talks on Sunday and discussed reviving a plan to levy tariffs on €93 billion ($108 billion) of US goods, which was suspended after last year's trade deal with Trump.

In a post on Saturday on Truth Social, US President Donald Trump said he would impose a 10% tariff on Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the United Kingdom, the Netherlands and Finland beginning 1 February.

Media reports also said Trump threatens a 25% tariff on European allies until Denmark sells Greenland to the US. Experts warn that such tariff disputes could destabilise not only transatlantic trade but the wider global trading system.

MA Rahim Feroz, vice-chairman of DBL Group – one of Bangladesh's largest apparel exporters with annual turnover exceeding $1 billion – told TBS that higher tariffs in Europe or the US would inevitably lead to inflation.

"If inflation rises, consumers will buy less, which will put significant pressure on us and negatively affect Bangladesh's exports to those markets," he said.

> ***If inflation rises, consumers will buy less, which will put significant pressure on us and negatively affect Bangladesh's exports to those markets.***
>
> .....
>
> **MA RAHIM FEROZ**
> VICE-CHAIRMAN OF DBL GROUP

Echoing Feroz, Md Shehab Udduza Chowdhury, vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, warned that imports could be affected if trade tensions intensify.

In 2025, Bangladesh exported garments worth $38.82 billion globally, with nearly 80% destined for the European Union, the US and the UK.

Exporters say Bangladesh has already felt the impact of reciprocal tariffs imposed by the Trump administration, with shipments to both the US and Europe coming under strain. They add that garment prices in the European market have declined as a result.

Feroz noted that after the US imposed higher tariffs on China and India than on Bangladesh, the two larger exporters stepped up efforts to sell more in Europe, intensifying competition and forcing Bangladeshi exporters to offer price discounts.

An analysis of Eurostat data by the Bangladesh Apparel Exchange shows that the average price of Bangladeshi apparel exported to Europe fell by 2.06% between January and September 2025. Prices of apparel from other major exporting countries also declined during the same period.

Trade experts see little upside for Bangladesh if a trade war erupts between Europe and the US.

Mostafa Abid Khan, an international trade expert and former member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission, said he does not foresee any major short-term disruption to Bangladesh's exports or imports.

Before the latest tariff announcements, US tariffs on EU goods ranged from zero to 15%, while UK exports to the US faced a 10% tariff. US goods entering the UK are subject to a 6% tariff, and EU data show that a significant number of US products have enjoyed duty-free access to the EU since August.

Buyers remain unconcerned

Despite exporters' worries, foreign buyers say their sourcing from Bangladesh remains unaffected.

A senior official at the Dhaka office of a Sweden-based brand, speaking on condition of anonymity, said potential EU-US tariffs are unlikely to hurt Bangladeshi exports. "We source around $250 million worth of products from Bangladesh each year, and our order flow remains normal – if anything, it may increase in the future," he said.

Similarly, the country manager of a Germany-based sportswear brand said the tariffs under discussion are selective and unlikely to affect Bangladesh directly. "However, it is still too early to say what the long-term consequences might be if such a situation persists."

The Business Standard

20 JAN 2026

BGMEA, BKMEA threaten action if govt's plan to scrap duty-free yarn imports not withdrawn

RMG – BANGLADESH

TBS REPORT

Two major garment exporters' bodies yesterday warned they would be forced to take strict measures if the government goes ahead with scrapping the duty-free import facility for yarn, a move they said would sharply increase costs for exporters.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association said the withdrawal of the facility could push total import taxes on yarn to around 37%, threatening the survival of garment and knitwear exporters.

Speaking at a joint press conference in Dhaka, BGMEA acting President Salim Rahman described the move as illogical and warned that the industry's survival would be at risk. "If this illogical decision is not withdrawn, we will be forced to take strict measures to protect the existence of our industry."

Salim termed the government's stance "suicidal", arguing that although the measure may aim to protect domestic spinning mills, it would instead push the garment and knitwear sectors towards closure.

BKMEA Executive President Fazlee Shamim Ehsan said international buyers had already reacted negatively to the policy shift.

"Buyers are frightened due to the imposition of the new duty. I have spoken with a representative of one of Bangladesh's leading markets... they have not taken this matter well," he said.

However, neither association specified what actions they would take.

The press conference followed the commerce ministry's 12 January request to the NBR to suspend duty-free yarn imports under the bonded warehouse facility, a move intended to support local spinners by encouraging exporters to source yarn domestically.

Industry leaders warned that restricting imports would force exporters to pay an additional $0.30 to $0.60, or about Tk37 to Tk73, per kilogram of yarn. They said the sector could not absorb such cost increases amid a challenging global market.

Senior figures from both organisations, including BKMEA President Mohammad Hatem, were present at the briefing.

BGMEA acting President Salim further noted that the garment industry was already facing an "extreme existential crisis" due to global recessionary pressures, geopolitical uncertainty and domestic energy constraints. He alleged that the Trade and Tariff Commission took a "unilateral decision" while discussions with exporters were still ongoing.

Salim warned that blocking imports could create a monopoly, as local mills cannot supply all required yarn types, including premiuwm varieties.

He added that exporters would prefer to buy locally if mills could ensure timely delivery and competitive prices. Instead of duties, he urged the government to support spinning mills through capacity building, productivity upgrades, incentives and uninterrupted energy supply.

However, Bangladesh Textile Mills Association President Showkat Aziz Russell said the information presented at the press conference by the two organisations was not accurate.

In a statement yesterday, he said local textile mills are not actually receiving any real benefit from duty-free imports under the bonded facility; instead, foreign buyer companies are the main beneficiaries.

Russell also noted that before the proposal for import restrictions by the commerce ministry, leaders of BTMA, BGMEA and BKMEA had reached a consensus in an informal meeting in the interest of local industry that yarns which can be fully produced domestically could be excluded from the bonded facility.

Meanwhile, the two apparel exporters' associations on 18 January sent a letter to the finance adviser, urging an urgent discussion to find a way out of the crisis.

The letter warned that stopping duty-free yarn imports would create eight types of problems, adding, "An import ban is not a solution; rather, it will multiply the crisis."